তাগিদ পত্র

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, [illegible]5576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ৫৬/২/নোয়াখালী-১৩৬

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলাধীন দক্ষিণ দেলিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার এর বিরুদ্ধে এলাকা বাসীর পক্ষে জনৈক মহিন উদ্দিন একখানা অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সার্বিক বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক....০২.... পাতা

১৮.০১.২০২২

মো: সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

১৮/১/২০২২

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চাটখিল, নোয়াখালী;

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/৫৬/২ /নোয়াখালী-১৩৬

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চাটখিল, নোয়াখালী;
৪. জনাব মহিন উদ্দিন, (অভিযোগকারী), চাটখিল, নোয়াখালী;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, দক্ষিণ দেলিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চাটখিল, নোয়াখালী;
৬. সভাপতি, দক্ষিণ দেলিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চাটখিল, নোয়াখালী;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান, পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

১৮/১/২২

মো: ওমর ফারুক
উপ-রেজিষ্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

১৮/১/২০২২

মাননীয়,
চেয়ারম্যান
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা।

বিষয়ঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিলের দক্ষিণ দেশিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসার (EIIN-107293) সুপারিনটেন্ডেন্ট শরিফুল ইসলামের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এবং অবৈধ কমিটি বাতিল প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, চাটখিলের দক্ষিন সীমান্তবর্তী এলাকায় দক্ষিন দেশিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা, এটি এমপিওভূক্ত। এ মাদ্রাসার সুপার শরিফুল ইসলাম দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে এখানে কর্মরত থেকে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। তিনি সরকারি কোন নির্দেশনা মানেন না। তিনি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন না। জাতীয় কোনদিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন ১৭ মার্চ শিশুদিবস সহ অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন করেন না। তিনি একাধিক ফৌজদারী মামলার আসামী এবং জেল খেটেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের থেকে প্রতিবছর দাখিল পরীক্ষার ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে ২/৩ গুন ফি আদায়, সেশন ফি, বিদ্যুৎ ফি সহ বিভিন্ন খাতে প্রতিবছর কয়েক লাখ টাকা আদায় করে থাকেন। এসব টাকা সুপার নিজের ইচ্ছামত খরচ করে, আত্মসাৎ করে থাকেন। এতে করে তিনি গত কয়েক বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি সরকার বিরোধী এক জঙ্গী সংগঠনের সাথে জড়িত। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধকরণ ও যাবতীয় প্রশিক্ষন দিয়ে আসছেন। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্যাডারদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত মাদ্রাসায় সভা করে থাকেন। তাছাড়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি এনায়েত উল্যাহ তিনিও সরকারবিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এ মাদ্রাসায় সরকারবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। সুপার এবং সভাপতি সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় এ মাদ্রাসা পরিচালনায় যাতে আওয়ামীলীগ, স্বাধীনতা স্বপক্ষের প্রগতিশীল কোন লোক না আসতে পারে সে জন্য প্রতিবছর অতি গোপনে কাগজপত্র ঠিক রেখে বিএনপি -জামাতের লোকজন নিয়ে পকেট কমিটি গঠন করে থাকেন। এ মাদ্রাসায় স্বাধীনতা স্বপক্ষের শক্তির কোন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং নাই। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান পরিচালনা কমিটির নির্বাচন না দিয়ে অতি গোপনে কাগজপত্র ঠিক রেখে ১০/১২ মামলার আসামী ৯ নং খিলপাড়া ইউপি শাখা বিএনপির সাধারন সম্পাদক জালাল আহম্মেদ , বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন, মোঃ শিপন, জামায়াতের সক্রীয় কর্মী ইব্রাহীম জিহাদীকে অভিভাবক সদস্য এবং এনায়েত উল্যাকে সভাপতি করেছেন, মাদ্রাসা সুপার ও সভাপতির দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় অনেক শিক্ষার্থীকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের বিরুদ্ধে ৫/৬টি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করছে। এদের দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় মাদ্রাসার সহ সুপার সহিদউল্যাহ, সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক আব্দুর রহমান, অফিস সহকারী ফয়েজউল্যাহ ও নৈশ প্রহরী ইব্রাহীম খলিলকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে, মাদ্রাসার সুপারের পদত্যাগ ও অবৈধ কমিটি বাতিলের দাবীতে গত ২/৩ মাস থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এরা প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন পর্যন্ত করেছে। তাতে করে মাদ্রাসা সুপার গত ০৩ মাস মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা উত্তোলন করেছেন। তাই মাদ্রাসা সুপারের সমস্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং অবৈধ পকেট কমিটি বাতিল করার আবেদন করিতেছি। উল্লেখ্য এ নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক পত্রিকার সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

অতএব, মহোদয় সমীপে উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

তারিখঃ ০৬/০৩/২০২০ইং

সংযুক্তঃ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ।

অনুলিপিঃ
১। মাননীয়, উপমন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২। মাননীয়, সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-১।
৩। বরাবর, মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
৪। বরাবর, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী।
৫। বরাবর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চাটখিল, নোয়াখালী।

নিবেদক
মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও
এলাকাবাসীর পক্ষে
06/3/2020
(মহিন উদ্দিন), পিতাঃ আবুল হোসেন
সাং-গোবিন্দপুর, পোষ্টঃ দেশিয়াই
উপজেলা-চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী।
মোবাঃ ০১৭৩৪৪৪৯২৯৪
(অন্যান্য অভিভাবকদের স্বাক্ষর অপর পৃষ্ঠায়)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
BANGLADESH PARLIAMENT

এইচ এম ইব্রাহিম, এমপি
২৬৮ নোয়াখালী-১
সদস্য, রেলপথ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বজাস/এমপি(নোয়া-১)/২০২০/১৪-৩২১

তারিখ ০৯ মার্চ ২০২০

বরাবর,
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
বক্সি বাজার, ঢাকা-১২১১।

বিষয়: নোয়াখালী জেলার চাটখিলের দক্ষিণ দেলিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসার (EIIN-107293) সুপারিনটেন্ডেন্ট শরিফুল ইসলামের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এবং অবৈধ কমিটি বাতিল প্রসঙ্গে।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমার নির্বাচনী এলাকার চাটখিল উপজেলাধীন দক্ষিন দেলিয়াই হাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসা একটি এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মাদ্রাসার সুপার শরিফুল ইসলাম দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে এখানে কর্মরত থেকে দূর্নীতি করে অর্থ আত্মসাহ বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। তিনি সরকারি কোন নির্দেশনা মানেন না, মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন না। জাতীয় কোন দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন ১৭ মার্চ শিশুদিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন করেন না। তিনি একাধিক ফৌজদারী মামলার আসামী এবং জেল খেটেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের থেকে প্রতিবছর দাখিল পরীক্ষার ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে ২/৩ গুন ফি আদায়, সেশন ফি, বিদ্যুৎ ফি সহ বিভিন্ন খাতে প্রতিবছর কয়েক লাখ টাকা আদায় করে থাকেন। এসব টাকা সুপার নিজের ইচ্ছামত খরচ করে, আত্মসাৎ করে থাকেন। তিনি সরকার বিরোধী এক জঙ্গী সংগঠনের সাথে জড়িত। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধকরণ ও যাবতীয় প্রশিক্ষন দিয়ে আসছেন। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্যাডারদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত মাদ্রাসায় সভা করে থাকেন। তাছাড়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি এনায়েত উল্যাহ তিনিও সরকারবিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এ মাদ্রাসায় সরকারবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। সুপার এবং সভাপতি সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় এ মাদ্রাসা পরিচালনায় যাতে আওয়ামীলীগ স্বাধীনতা স্বপক্ষের প্রগতিশীল কোন লোক না আসতে পারে সে জন্য প্রতিবছর অতি গোপনে কাগজপত্র ঠিক রেখে বিএনপি -জামাতের লোকজন নিয়ে পকেট কমিটি গঠন করে থাকেন। এ মাদ্রাসায় স্বাধীনতা স্বপক্ষের শক্তির কোন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং নাই। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান পরিচালনা কমিটির নির্বাচন না দিয়ে অতি গোপনে কাগজপত্র ঠিক রেখে ১০/১২ মামলার আসামী ৯ নং খিলপাড়া ইউপি শাখা বিএনপির সাধারন সম্পাদক জালাল আহম্মেদ, বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন, মোঃ শিপন, জামায়াতের সক্রীয় কর্মী ইব্রাহীম জিহাদীকে অভিভাবক সদস্য এবং এনায়েত উল্যাকে সভাপতি করেছেন, মাদ্রাসা সুপার ও সভাপতির দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় অনেক শিক্ষার্থীকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের বিরুদ্ধে ৫/৬টি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করছে। এদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় মাদ্রাসার সহসুপার সহিদউল্লাহ, সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক আব্দুর রহমান, অফিস সহকারী ফয়েজউল্লাহ ও নৈশ প্রহরী ইব্রাহীম খলিলকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। মাদ্রাসার সুপারের পদত্যাগ ও অবৈধ কমিটি বাতিলের দাবীতে গত ২/৩ মাস থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে, প্রতিবাদ সভাসহ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন পর্যন্ত করেছে। তাতে করে মাদ্রাসা সুপার গত ০৩ মাস মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকে নিয়মিত বেতন ভাতা উত্তোলন করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, মাদ্রাসা সুপারের সমস্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং অবৈধ পকেট কমিটি বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য এ নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক পত্রিকার সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

অতএব, প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও শিক্ষার স্বার্থে উল্লেখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

(এইচ এম ইব্রাহিম, এমপি)
২৬৮ নোয়াখালী-১
সদস্য, রেলপথ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয়সংসদ

এইচ এম ইব্রাহিম, এমপি
২৬৮ নোয়াখালী-১
সদস্য, রেলপথ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

• বাড়ি-১৪, রোড-১১৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১৬ • রুম-১, ফ্লোর-১২(খ), সংসদ ভবন সংলগ্ন এমপি হোস্টেল, ঢাকা। মোবাইল: +৮৮-০১৭১১২২৪০২৪